

ইর্গালেমের ইরিত্রিয়া

কাজী জহিরুল ইসলাম

ইরিত্রিয়ান তরুণী ইর্গালেমের সঙ্গে এভেন্যু লিবার্টিতে বসে যখন চীনাবাদাম খাচ্ছিলো ইয়েশি তখনই হয়ত ঘটনাটা ঘটে। একটা ছোটখাটো জটলা ছিল। তবে ওটা কোন পলিটিক্যাল মিটিং ছিল না। আসমারায় পলিটিক্যাল ক্রাউড নেই। ক'জন টাইগ্রিনিয়ান তরুণকে কিছু একটা শলা-পরামর্শ করতে দেখেছে ইয়েশি। ওর পেছনে, প্রায় ওর ঘাড়ের ওপর এসে উঠেছিল একজন, ঘোড়ামুখোটা। ও-ই কি কাজটা সারলো? ইর্গালেমকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?

ইর্গালেম ওর শাহাদাত আঙুল উঁচিয়ে, বাতাশে বাউলি কেটে বললো, ইম্পসিবল। আসমারায় কোন চোর নেই। নিশ্চয়ই ওটা তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছে। ইয়েশির মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ওয়ালেটে শ'পাচেক ডলার ছিল আর হাজারখানেক নাকফা। এক হাজার নাকফাও একেবারে কমতো না, প্রায় ৭০ ডলার। তারচেয়েও বড় কথা ওর ক্রেডিট কার্ডটা ছিল ওয়ালেটে। ইউএন আইডিটা না হয় আবার করে নেওয়া যাবে। ইয়েশি ধরেই নিয়েছে ওগুলো আর পাওয়া যাবে না, কাজেই ওগুলোর রিপ্লেসমেন্ট কিভাবে দ্রুত করে ফেলা যায় সেটা নিয়ে ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ। তখনি আইডিয়াটা ওর মাথায় আসে। পুলিশে খবর দিলে কেমন হয়?

ডানিয়েল এফেম ওকে তিন-চারটি প্রশ্ন করে থানার নোটবুকে টুকে নিল। তারপর বললো, স্পটে চলো। ইর্গালেমকে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে। ইরিত্রিয়ান মেয়েরা বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে ঘুরে বেড়ায় ঠিকই তবে বেশ রয়ে-সয়ে। সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকা কোন বাবা-মাই পছন্দ করেন না। ইর্গা চলে গেলে ইয়েশির নিজেকে বেশ অসহায় লাগে। এই শহরে ওর বয়স মাত্র দু'মাস। থিম্ফু থেকে উড়াল দেবার সময় যে অনিশ্চয়তাটা ওকে চেপে ধরেছিল, ঠিক সেই রকম লাগছে এখন। ইসায়াস স্কয়ারে কয়েকটি ফ্লোরোসেন্ট বাতি জ্বলছে। ফাকা স্কয়ারের ওপর গাড়ি থামায় ডানিয়েল। পেছনে ইয়েশির ইউএন জিপ। পুলিশটি আবার টাকা-পয়সা চাইবে না-তো? পাথরের ওপর, ঠিক যেখানটাতে বসেছিল ওরা, পথ দেখিয়ে ডানিয়েলকে নিয়ে যায় ইয়েশি। স্কয়ারের কালো ইটের ওপর, পাথরটার পেছনে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ডানিয়েল ওটা তুলে একটা হাসি দিয়ে ইয়েশির হাতে তুলে দেয়। এটাইতো তোমার? ইয়েশি কোন কথা বলতে পারে না। এ-ও কি সম্ভব?

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আমার চোখের দিকে তাকায় ইর্গালেম। হ্যাঁ সম্ভব। আমরা ইটালিয়ানদের কাছ থেকে সততা শিখেছি। আমি মনে করি আফ্রিকার সবচেয়ে সভ্য জাতি ইরিত্রিয়ান-ইথিওপিয়ান। তুমি সারা আসমারা শহর ঘুরে দেখতে পারো। কোনো বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ড খুঁজে পাবে না। আমাদের দরকার হয় না। আমার ধারণা আসমারায় এ জাতীয় কোনো কম্পানিও নেই। তুমি দরোজায় তালা না লাগিয়ে অফিসে চলে যেতে পারো, কেউ কিছু ছোঁবে না। আমি অবাক হই ওর কথা শুনে। এতো সৎ তোমরা, তাহলে এতো দারিদ্র কেন? মাথাপিছু আয়তো মাত্র সাড়ে সাত'শ ডলার। দেখি ও খোঁচাটা কিভাবে নেয়। এটা মিডিয়ার প্রপাগান্ডা। শোন, আমাদের সাড়ে ৪ মিলিয়ন লোক সবাই খেতে পরতে পায়। সম্পদের বৈষম্য খুব কম। তুমি চিন্তা করতে পারো, যে দেশের মাথাপিছু আয় মাত্র সাড়ে সাত'শ ডলার সে দেশের মাত্র ১৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে? তাকিয়ে দেখো এশিয়া-আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোর দিকে।

সত্যিই অবাক হই ইর্গার কথা শুনে। বাংলাদেশের চেয়ে সামান্য একটু ছোট দেশ ইরিত্রিয়া। ১২,৩২০ বর্গকিলোমিটারের পুরোটাই শুষ্ক ভূমি। পূর্বদিকে লোহিত সাগরের সাথে ২২৩৪ কিলোমিটারের বিশাল জলসীমান্ত পাওয়ার আনন্দই ইরিত্রিয়ানদের আভ্যন্তরীণ পানিশূন্যতার কষ্ট দূর করে দিয়েছে। তারপরেও প্রায়শই খরার করাল গ্রাসে পড়ে ইরিত্রিয়া নতুন করে অনুভব করে নদ-নদীহীন এক শুষ্ক ভূ-খন্ডের কষ্টের আর্তি। ১৮৮৫ সালে ইতালি ইরিত্রিয়া দখল করার আগে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গ্রুপ ইরিত্রিয়ার একেকটি অঞ্চল শাসন করতো। ইতালিয়ানরা মূলত লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসে ইরিত্রিয়ায় জড় হতো এবং নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতো ইথিওপিয়া আক্রমণের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাজিত ইতালি ইরিত্রিয়ার শাসনভার ব্রিটিশদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের এক রেজুলেশনের মাধ্যমে ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়া একিভূত হয়। এই রেজুলেশনে ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতার দাবীকে উপেক্ষা করা হলেও অটোনোমাস স্ট্যাটাসের কথা স্বীকার করা হয়। ১৯৬২ সালে ইথিওপিয়ার সম্রাট হেইল সেলাসি ইরিত্রিয়ার সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ইরিত্রিয়ার নাম-গন্ধ ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চান। আর তখনি জ্বলে ওঠে আগুন। চাপা পড়ে থাকা স্বাধীনতার দাবীতে মুখিয়ে ওঠে ইরিত্রিয়ানরা। দীর্ঘ সংগ্রাম, ইথিওপিয়ান রাজনীতির চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে অবশেষে ১৯৯৩ সালে ইরিত্রিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

এখন তোমাদের ক্রাইসিসটা কি নিয়ে?

মেয়েটা আবার ঝাঝিয়ে উঠবে নাতো?

তুমিতো ভালো করেই জানো, দুই দেশের বর্ডার ইস্যুটা এখনো সেটেল হয়নি। ইথিওপিয়ার সাথে আমাদের যে ৯১২ কিলোমিটার স্ট্রেইট লাইন বর্ডার আছে সেটা নিয়ে এখন আবার নতুন করে কন্ট্রোভার্সি তৈরী হয়েছে। ইথিওপিয়া বড় দেশ, শাদা চামড়াদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ওদের সাথেই বেশী। কাজেই জাতিসংঘ বলো আর যে কোন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিই বলো, ওদের স্বার্থটাই বেশি দেখে। ২৫ কিলোমিটার প্রশস্ত এই দীর্ঘ বর্ডারে রয়েছে অগণিত ল্যান্ড মাইন। এগুলো ডিমাইনিংয়ের কাজ চলছে। ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া বাউন্ডারি কমিশন (ইইবিসি) সিদ্ধান্ত নেয় ডাবল লাইন বর্ডার হবে। ২৫ কিলোমিটারের এপারে এবং ওপারে। ইইবিসির তত্ত্বাবধানে এবং জাতিসংঘের অর্থে কাঁটাতার উঠবে দু'পাশেই। কিন্তু গতবছর হঠাৎ করেই ইথিওপিয়া মোচড় দেয়। ওরা বলে কাঁটাতার উঠবে শুধু ইরিত্রিয়ার অংশে, ইথিওপিয়ার অংশে নয়। ইইবিসি সেটা সুরসুর করে মেনে নেয়। আমাদের সরকার তখন ক্ষেপে যায়।

সেজন্যই বুঝি গতবছর জাতিসংঘের সব হোয়াইট পিপলদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইরিত্রিয়া ছাড়ার নোটিশ দেয় তোমাদের সরকার? এটা কি রেসিজমের পর্যায়ে পড়ে না?

এ বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে বলে ইর্গালেম গেরেসেলাসি, ইরিত্রিয়া একটি সুন্দর দেশ। চির শান্তির দেশ। এরপর ও একটি হাসি দেয়। সেই স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হয় এক অনিন্দ্য সুন্দর মাতৃভূমির ছবি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৬